জীবননগরে দেশীয় অস্ত্রসহ মৎস্য খামারী আটক

জীবননগরে দেশীয় অস্ত্রসহ মৎস্য খামারী জনি পুলিশের হাতে আটক হয়েছে।

গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টার সময় জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্ত ওসি (তদন্ত) ফেরদৌস ওয়াহিদের নির্দেশে, এস আই আমির হোসেন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গোপন সংবাদের ভিক্তিত্বে আটক করে।

এস আই আমির হোসেন জানান, জীবননগর পৌর সভার রাজনগর পাড়ার মিলন মিয়ার পুকুরে একটি অভিযান চালিয়ে পুকুরের পাহারাদারের চৌকির নিচ থেকে দেশীয় এক নালা একটি আস্ত্রসহ তাকে আটক করা হয়।

আটককৃত মৎস্য খামারী ইব্রাহিম খলিল জনি জীবননগর পৌর সভার ৬নং ওয়ার্ডের জিয়ারুল ইসলামের ছেলে।

এ ঘটনায় জীবননগর থানায় একটি অস্ত্র আইনে মামলা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ১৪ বছরের কিশোরীকে ধর্ষন, কুষ্টিয়ার কুমারখালি থেকে ধর্ষক গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গা পৌরসভার নওদাবন্ডবিল গ্রামে ১৪ বছর বয়সি কিশোরী ধর্ষনের ঘটনায় ধর্ষক টিক্কাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সংঘটিত ধর্ষনের ১২ ঘন্টার মধ্যেই ধর্ষককে গ্রেফতার করলো পুলিশ। মঙ্গলবার গভীর রাতে কুষ্টিয়ার কুমারখালি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

ধর্ষনের শাস্তি মৃত্যুদন্ডের আইন কার্যকরের দিন ১৩ অক্টোবর দিনগত রাতে প্রতিবেশী টিক্কা ওই কিশোরীকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে

ধর্ষন করে। এ ব্যাপারে থানায় ধর্ষনের মামলা দায়েরের পর ধর্ষক টিক্কাকে গ্রেফতারের জন্য জোর অভিযানে নামে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, আলমডাঙ্গা পৌরসভার নওদাবন্ডবিল গ্রামের হাফিজুর রহমানের অষ্টম শ্রেনীতে পড়ুয়া মেয়ে রাতে বাথরুমে যেতে ঘরের বাইরে আসে। এ সময় প্রতিবেশী মিজানুর রহমানের ছেলে কামরুজ্জামান টিক্কা মেয়েটিকে মুখ চেপে ধরে তার ফাঁকা ঘরে নিয়ে যায়। এরপর সেখানে তাকে ধর্ষন শেষে মুখ না খুলতে হুমকি দেয়। কিন্ত মেয়েটি বাড়িতে এসে ওই রাতেই তার বাবা-মাকে ঘটনা খুলে বলে।

মেয়েটির বাবা-মা রাতেই ঘটনা থানায় জানালে পুলিশ ধর্ষক টিক্কাকে আটক করতে অভিযানে নামে। তার আগেই টিক্কা ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। এ সময় পুলিশ ধর্ষিতাকে থানা হেফাজতে নিয়ে নেয়। পরদিন সকালে মেয়েটির ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মেয়েটির জবানবন্দীও নেওয়া হয়।

তবে প্রতিবেশী সূত্রে জানা গেছে, টিক্কা ক‘বছর আগে প্রথম বিয়ে করে সংসার পেতেছিল। কিন্ত সেই বিয়ে বেশীদিন টিকেনি। পরে সে আবার বিয়ে করে। এরপরও প্রতিবেশী ওই কিশোরীর সাথে তার কথাবার্তা চলত। চুপিসারে মেয়েটিকে তুলে নিয়ে যাওয়া ও ধর্ষনের মত ঘটনা কিভাবে ঘটল এ ব্যাপারে প্রতিবেশীরা কেউ কিছু জানাতে পারেনি।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা থানার এসআই সুলতানুল ইসলাম জানান, মেয়েটির ডাক্তারী পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। মোবাইল ট্যাকিং করে মঙ্গলবার গভীর রাতে কুষ্টিয়ার কুমারখালি থেকে ধর্ষক টিক্কাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে আত্মগোপন করেছিল।

জান্নাতুল’কে বাবা-মায়ের আদর স্নেহ ফিরিয়ে দিলেন পুলিশ

সুপার

চুয়াডাঙ্গার মুসলিমপাড়া গ্রামের আকবর আলী শেখ মেয়ে মোছাঃ তাসলিমা খাতুন (২৫) চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলামের হস্তক্ষেপে ফিরে পেল হারানো সংসার।

গত ৬ বছর আগে চুয়াডাঙ্গার সিএন্ডবি পাড়ার মোঃ আকবর আলীর ছেলে মোঃ কামরুজ্জামান জনি(৩০) এর সাথে ইসলামী শরিয়া মোতাবেক বিবাহ হয়।

তাদের সংসার জীবনে জান্নাতুল নামের ৪ বছরের একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহন করে। কিছুদিন পূর্বে কামরুজ্জামান পরকিয়ায় জড়িত সন্দেহে তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। সংসারে চলমান বিরোধ সংঘাতে রুপ নেয়। এমন পর্যায়ে তাসলিমা খাতুন তার পিতার বাড়ীতে অবস্থান করতে বাধ্য হয়।

এমতাবস্থায় মোছাঃ তাসলিমা খাতুন তার ০৪ বছরের সন্তান ও নিজের অসহায়ত্ব থেকে রক্ষা পেতে পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গার নিকট একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার, উক্ত অভিযোগটি তার কার্যালয়ে অবস্থিত এবং নিজে উদ্বোধনকৃত “উইমেন সাপোর্ট সেন্টার” এ কর্মরত নারী এএসআই (নিরস্ত্র)/মিতা রানী বিশ্বাস’কে দিলে তিনি উভয় পক্ষকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে হাজির করেন।

উইমেন সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম এর প্রত্যক্ষ মধ্যস্থতায় তাদের মধ্যে চলমান ভুল বুঝাবুঝির অবসান হয়।

এসময় মোঃ কামরুজ্জামান জনি ও মোছাঃ তাসলিমা দম্পতি পূর্বের ন্যায় সংসার করতে সম্মত হয়। যার ফলে, তাসলিমা খাতুন ফিরে পেল তার সুখের সংসার এবং তাদের শিশু সন্তান ফিরে পেল বাবা ও মায়ের আদর স্নেহ।

চুয়াডাঙ্গা এক মাদক ব্যাবসায়ীর কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাবিবুর রহমান নামের এক মাদক ব্যাবসায়ীর কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযানে গাঁজাসহ আটকের পর ভ্রাম্যমাণ আদালতে তাকে এ সাজা প্রদান করা হয়।

সাজাপ্রাপ্ত হাবিবুর রহমান (৫৬) চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গাইদঘাট দক্ষিণপাড়ার মৃত আতিয়ার রহমানের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সুত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপপরিদর্শক আবুল কালাম আজাদ ও সহকারী উপপরিদর্শক আকবর হোসেন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে হাবিবুর রহমানের বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে ২শ’ ৫০ গ্রাম গাঁজাসহ তাকে আটক করা হয়।

পরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে হাবিবুর রহমানকে ৮ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে। সাজাপ্রাপ্ত হাবিবুর রহমানকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ আদালতের বেঞ্চসহকারী ছিলেন আব্দুল লতিফ।

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভায় মেয়র প্রার্থী টোটনের মতবিনিময়সভা

আসন্ন চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মেয়র প্রার্থী রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন জেলা প্রেসক্লাবের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময়সভা করেছেন।

আলমডাঙ্গায় ১৪ বছরের কিশোরীকে ধর্ষন, থানায় মামলা

আলমডাঙ্গা পৌরসভার নওদাবন্ডবিল গ্রামে ১৪ বছর বয়সি এক কিশোরী ধর্ষনের শিকার হয়েছে।
সোমবার দিনগত রাতে প্রতিবেশী টিক্কা কিশোরীকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষন করে। এ ব্যাপারে থানায় ধর্ষনের মামলা দায়ের হয়েছে। ধর্ষক টিক্কাকে গ্রেফতার করা যায়নি।

এজাহার সূত্রে জাান গেছে, আলমডাঙ্গা পৌরসভার নওদাবন্ডবিল গ্রামের অষ্টম শ্রেনীতে পড়ুয়া মেয়ে রাতে বাথরুমে যেতে ঘরের বাইরে আসে। এ সময় প্রতিবেশী মিজানুর রহমানের ছেলে কামরুজ্জামান টিক্কা মেয়েটিকে মুখ চেপে ধরে তার ফাঁকা ঘরে নিয়ে যায়। এরপর সেখানে তাকে ধর্ষন শেষে মুখ না খুলতে হুমকি দেয়। এরপর মেয়েটি বাড়িতে এসে ওই রাতেই তার বাবা-মাকে ঘটনা খুলে বলে।

মেয়েটির বাবা-মা রাতে ঘটনা থানায় জানালে পুলিশ ধর্ষক টিক্কাকে আটক করতে অভিযানে নামে। তার আগেই টিক্কা ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। এ সময় পুলিশ ধর্ষিতাকে থানা হেফাজতে নিয়ে নেয়। সকালে মেয়েটির ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মেয়েটির জবানবন্দীও নেওয়া হয়।

প্রতিবেশী সূত্রে জানা গেছে, টিক্কা ক‘বছর আগে প্রথম বিয়ে করে সংসার পেতেছিল। কিন্ত সেই বিয়ে বেশীদিন টিকেনি। পরে সে আবার বিয়ে করে। দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথেও টিক্কার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। এরপর থেকে সে প্রতিবেশী ওই কিশোরীর দিকে কুনজর দিতে থাকে। প্রতিবেশী হিসেবে তাদের মধ্যে কথাবার্তাও হত বলে জানা গেছে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা থানার এসআই সুলতানুল ইসলাম জানান, মেয়েটির ডাক্তারী পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। থানায় ধর্ষনের এজাহার দায়ের হয়েছে। আসামী ধর্ষক টিক্কাকে গ্রেফতার করতে জোর চেষ্টা চলছে।

দর্শনা বাস টার্মিনাল নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা বাস টার্মিনাল এর নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকাল ১০ ঘটিকায় দর্শনা বাস টার্মিনাল এর উদ্ভোদন করেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের এমপি হাজী মোঃ আলী আজগার টগর।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আলী মুনছুর বাবু, দর্শনা পৌর মেয়র মোঃ মতিয়ার রহমান, দর্শনা পৌর প্যানেল মেয়র রবিউল হক সুমন সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

দর্শনা বাস টার্মিনাল নির্মাণ কাজের উদ্বোধন শেষে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের এমপি হাজী মোঃ আলী আজগার টগর বলেন, বর্তমান সরকার উন্নয়নের সরকার। এই সরকার ক্ষমতায় থাকলে দেশ ও দেশের মানুষের উন্নয়ন হয়। বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার অক্লান্ত পরিশ্রমের আর মেধার মাধ্যমে বাংলাদেশকে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয় এবং তারপর বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে উন্নিত করেছেন।

বর্তমানে বাংলাদেশ আর সেই তলা বিহীন ঝুড়ি নাই। দেশের বড় বড় মেগা প্রজেক্টের কাজ চলছে। এই কাজ গুলো সম্পন্ন হলে বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে আরো মাথা উঁচু করে দাড়াবে। আর তারই ধারাবাহিকতায় আমরা তৃনমূল পর্যায়ে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ করে চলেছি। আর আগামীতেও এভাবেই উন্নয়নমূলক কাজ আরো করতে চাই।

আলমডাঙ্গা অনুপনগরে বিষপানের ১৬ দিন পর গৃহবধুর মৃত্যু

আলমডাঙ্গার অনুপনগর গ্রামে বিষ পান করার ১৬ দিন পর খাদিজা বেগম নামের এক গৃহবধু মারা গেছে। খাদিজা গত ২৬ সেপ্টেম্বর বিষপান করে

আত্মহত্যার চেষ্টা করে। গতকাল সোমবার বিকেলে সে মারা যায়।

নিহত খাদিজা বেগম আলমডাঙ্গার বাড়াদি ইউনিয়নের অনুপনগর গ্রামের আব্দুল হামিদের মেয়ে এবং কুষ্টিয়ার ইবির পাটিকাবাড়ি গ্রামের পলাশ জোয়ার্দ্দারের স্ত্রী।

জানা গেছে, ক‘বছর আগে খাদিজা বেগমের সাথে পাটিকাবাড়ি গ্রামের পলাশ জোয়ার্দ্দারের বিয়ে হয়। কিছুদিন আগে খাদিজা স্বামীর বাড়ি থেকে পিতার বাড়ি অনুপনগর গ্রামে আসে। এবং গত ২৬ সেপ্টেম্বর সে বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

কিন্ত পরিবারের লোকজন দ্রুত তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করায়। সেখানে তিনদিন চিকিৎসার পর তাকে অনুপনগরে এনে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল। অবশেষে শরীরের বিষক্রিয়ায় সোমবার বিকেলে খাদিজা মারা যায়।

জীবননগরে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতার কার্ডসহ ঘর দেওয়ার নামে অর্থ আদায়

জীবননগরে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতার কার্ডসহ দুর্যোগসহনীয় ঘর দেওয়ার নামে অর্থ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে উথলী ইউনিয়ন পরিষদের ২নং ওর্য়াড মম্বার মঈনুল হাচানের বিরুদ্ধে।

অভিযোগ সুত্রে জানা গেছে, উথলী গ্রামের মৃত আনিছ উদ্দিনের মেয়ে বিধবা সফুরা খাতুনের স্বামী মারা যাওয়ার পরে তাকে একটি বিধবা ভাতার কার্ড দেওয়ার নাম করে আমার নিকট থেকে ১ হাজার টাকা চাই আমি টাকা দিতে না পারায় এক বছর যাবৎ কার্ড দেওয়ার নাম করে আমাকে ঘুরাচ্ছে, আর বলছে টাকা দিলে কার্ড হবে তা না হলে কার্ড হবে না। আমি মাঠে মাঠে কাজ করে খাই আমি টাকা কোথায় পাবো।

একই অভিযোগ করেন উথলী গ্রামের মালপাড়ার মৃত হকাজ্জেল মন্ডলের ছেলে জামাত আলী বলেন, আমাকে একটি বয়স্ক ভাতার কার্ড করে দিবে বলে

মঈনুল মেম্বার আমার কাছ থেকে প্রথমে ৩ হাজার টাকা নেয় পরে আমার বইতে থাকা ৬ হাজার টাকা তুলে নেয়। এবং পরে বলে আমাকে একটি সরকারি ভাবে ঘর তৈরি করে দিবে এ জন্য তিনি আমার ছেলে রাকিবের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা নেয়। এখন আমার ঘর ও দিচ্ছে না আবার আমার টাকাও ফেরত দিচ্ছে না।

অবশেষে আমি বাধ্য হয়ে সুষ্ঠ বিচারের জন্য জীবননগর উপজেলা চেয়ারম্যান ও ইউএনওর কাছে একটি লিখিত অভিযোগ করেছি।

উথলী ইউনিয়ন পরিষদের ২নং ওর্য়াড মেম্বার মঈনুল হাচান মঈন বলেন, আমি কারও বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা এমন কি ঘর দেওয়ার নাম করে টাকা গ্রহন করিনি। একটি চক্র আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলে হয়রানি করার চেষ্ঠা করছে।

উথলী ইউপি চেয়ারম্যান আবুল কালাম আযাদ বলেন, আমার ইউনিয়ন এমন কোন ঘটনা এখনও পর্যন্ত ঘটেনি তবে এ ঘটনার সাথে যদি কোন ইউপি সদস্য জড়িত থাকে তা হলে তদন্ত পুর্বক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জীবননগর উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার মাসুদুর রহমান বলেন, উথলী ইউনিয়নের ২নং ওর্য়াড সদস্যর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোন অভিযোগ আমাদের নিকট আসেনি অভিযোগ পেলে তদন্ত পুর্বক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকন বলেন, উথলী ইউনিয়নের ২নং ওর্য়াড মেম্বারের বিরুদ্ধে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা ও সরকারী ঘর দিবে বলে অর্থ নিয়েছে এমন দুটি অভিযোগ পেয়েছি এটি তদন্ত করা হবে তদন্ত পুর্বক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দামুড়হুদায় ৬টি স্বর্ণের বারসহ একজন আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা কুতুবপুর মাঝপাড়ায় অভিযান চালিয়ে ৬টি র্স্বণের বারসহ কলিম উদ্দিন নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে

বিজিবি।

গতকাল সকাল সাড়ে ৭টার দিকে এ অভিযান চালানো হয়।

বিজিবি জানায়, বিভিন্ন সূত্র মারফত বিশেষ তথ্যের ভিত্ততে জানা যায় যে, স্বর্ণ চোরাকারবারীগণ সীমান্ত এলাকায় আগমন করে অভিনব কায়দায় পেটের মধ্যে স্বর্ণ বহন করছে বা স্বর্ণ চোরাচালান করতে পারে।

সেই তথ্যের ভিত্তিতে মুন্সিপুর বিওপির টহল দল স্বর্ণ চোরাকারবারী মোঃ কলিম উদ্দিন (৩৮) নামে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করা হয়। পরে তাকে ব্যক্তিকে তল্লাসী করলে তার মলদ্বার হতে ০৬টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারকৃত ০৬টি স্বর্ণের বারের ওজন-৬৬৮ গ্রাম (৫৭ ভরি ০৫ আনা), যার বর্তমান বাজার মূল্য-৩৯ লক্ষ ৫৪ হাজার পাঁচশত বাষট্টি টাকা। আটককৃত স্বর্ণের বারসহ আসামী মোঃ কলিম উদ্দিন দামুরহুদা থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।